সংবাদ

তারিখ ... 16 JUN 2010
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

প্রতিবন্ধী শিশুরা এবং তাদের শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা

শাম্মা তাবাসসুম

(গতকালের পর)

প্রতিবন্ধী শিশুকে তারা অভিশাপ হিসেবে গণ্য করে। তাই এসব শিশুকে তারা স্কুলে পাঠাতে চায় না। দ্বিতীয়ত, প্রতিবন্ধী শিশু আছে- এমন পরিবারকে লোকজন কিছুটা একঘরে করে রাখে। সাধারণ স্কুলগুলোতে এসব শিশুরা ভর্তির সুযোগ পায় না। সুযোগ পেলেও তারা অসম আচরণ, অসহযোগিতা ও বঞ্চনার শিকার হয়। মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কতটা প্রতিকূল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অশিক্ষিত রয়ে যায়।

ঢাকার কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখা যায় যে, মূলধারার যে সব সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির কোনই সুযোগ নেই। অন্যদিকে, তথাকথিত ভাল বেসরকারি স্কুলগুলোতেও একই চিত্র। কিছু ভিন্নধর্মী চিত্রও দেখা যায়। এলাকাভিত্তিক কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এ স্কুলগুলোতে প্রতি বছরই গড়ে ৪/৫ জন প্রতিবন্ধী শিশু ভর্তি হয়ে থাকে। তারা অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গেই ক্লাস করে এবং একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। তাদের জন্য আলাদা কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। সাধারণ শিক্ষকরাই এসব শিশুদের কিছুটা আলাদা সময় এবং আলাদা যত্ন নিয়ে পড়িয়ে থাকেন। এসব শিশু মূলত মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের।

বাংলাদেশ সরকার অনেক আগেই প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১০%শতাংশ চাকরি কোটা চালু করেছে। তবে এ পদক্ষেপ কখনোই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায়নি। বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে যেসব কারণ খুঁজে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিবন্ধী প্রার্থীর যোগ্যতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে চাকরিদাতার আস্থার অভাব। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থাকলে একজন প্রতিবন্ধী এ জাতীয় সমস্যা দূর করতে পারে এবং চাকরিদাতাও তাদের সুযোগ দিতে আগ্রহী হবেন। সম্প্রতি সরকার সীমিত পর্যায়ের প্রতিবন্ধী শিশুদের বিবেচনায় রেখে একটি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চিন্তা করছে যা প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। সরকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে- তা হলো প্রতিবন্ধী শিশুদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারিভাবে প্রাইমারি পর্যায়ে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিকে এক হাজার টাকা এবং উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে এক হাজার ৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। তবে এর আওতায় মাত্র ১২ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে। অথচ প্রায় ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী শিশু এখনও স্কুলে ভর্তির জন্যই অপেক্ষমাণ। পঞ্চম জাতীয় প্রতিবন্ধী কনভেনশন, ২০০৯ এ প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার্থে একটি একক আইন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন যেন তারাও দেশের মূল্যবান নাগরিক হয়ে উঠতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নে অংশ নিতে পারে। তিনি আরও জানান, নতুন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে সরিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে প্রতিবন্ধী শিশুদের এ বিশাল সংখ্যাকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে না পারলে 'সবার জন্য শিক্ষা'- এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

> প্রতিবন্ধীরা নিজেদের পায়ে না দাঁড়ালে শুধু আর্থিক সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি কোন উপকারে আসবে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার আলো ছাড়া এই শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে না। তারা হয়ে উঠবে দেশ ও সমাজের বোঝা। তাদের নিজেদের ওপর আস্থা তৈরি করতে শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক এবং ভিত্তিগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সবার সচেতনতার অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে যে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করছে তা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় এবং প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এজন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত একটি কাঠামো। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর চাহিদা অনুযায়ী তাদের পরিচালনার জন্য সহায়ক লোকবলেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটানীতি চালু করলে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে আসা সহজ হবে। সামাজিক সচেতনতা ও সরকারি সহযোগিতা এ ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন। যে ধরনের শিক্ষারই আয়োজন করা হোক না কেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন তা ভবিষ্যতে তাদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাও দেয়া হয়ে থাকে। ফলে তারা উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠে এবং পরিবার ও সমাজের বোঝা না হয়ে সম্পদ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে এ দেশের মোট প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার প্রায় ৮৭ শতাংশই গ্রামে বাস করছে, অথচ তাদের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো শহরে অবস্থিত। এ দিকটি সরকারের বিবেচনা করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সরকার প্রচলিত এনজিওগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়েও প্রতিবন্ধী শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

প্রতিবন্ধীরা নিজেদের পায়ে না দাঁড়ালে শুধু আর্থিক সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি কোন উপকারে আসবে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার আলো ছাড়া এই শিশুরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে না। তারা হয়ে উঠবে দেশ ও সমাজের বোঝা। তাদের নিজেদের ওপর আস্থা তৈরি করতে শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক এবং ভিত্তিগত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সবার সচেতনতার অত্যন্ত প্রয়োজন।

[প্রান্তস্বর, ১১ জানুয়ারি ২০১০]